দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 02 FEB 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ... ৩ ...

15

শিক্ষানীতি এবং আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ

একজন ছাত্র সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়াশোনা করে এপ্লাইড ফিজিক্সে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করে যদি পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরে ফিল্ড সুপারভাইজারের চাকরি নেয় তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। বাংলাদেশের শিক্ষার এমনি বেহাল অবস্থা। সুস্থ শিক্ষানীতির অনুপস্থিতি এদেশে শিক্ষা পদ্ধতিকে ভয়াল অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে। একজন এ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের ছাত্রের পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরে চাকরি নেয়া অথবা পিওর ফিজিক্সের ছাত্রীর ব্যাংকে চাকরি নেয়ার পিছনে অনেকে বেকারত্বকে প্রধান কারণ হিসাবে দেখালেও সুস্থ শিক্ষানীতির অভাব এর অন্যতম কারণ, এটাও অনেকে একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সুস্থ শিক্ষানীতির দাবি উঠেছে বহু আগে থেকেই। পাকিস্তান আমলে বার বার বিজাতীয় সংস্কৃতিঘেঁষা শিক্ষা এদেশের ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এর প্রতিবাদও করেছে ছাত্ররা। ষাটের দশকে হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা রক্ত দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ১৯৭৪ সালে পেশ করা হয়। কিন্তু জাতির পিতার হত্যার পর স্বাধীনতা ও বাঙালী সংস্কৃতির সপক্ষের অন্য সবের মতো এই রিপোর্টও ধামাচাপা দেয়া হয়।

মুক্ত অর্থনীতির প্রভাব পড়েছে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও। হু হু করে বেড়ে চলেছে ইংরেজী মাধ্যম স্কুল ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে পড়াশোনার মানের চাইতেও বেতনের অঙ্কের পরিমাণ বাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলে যেন বেশি। আর নব্য ধনীরাও তাদের Social status লাভের মোক্ষম অস্ত্র খুঁজে পায়।

এইসব স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কি সিলেবাস অনুসরণ করা হয় তা ভাববার বিষয়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে পার্শ্ববর্তী অথবা সুদূর বিলাতের ইতিহাস ভূগোল পড়ানো হচ্ছে। এসব কিছুর পিছনে একটাই কারণ সুস্থ শিক্ষানীতির অভাব।

গত ২৫ বছর ধরে শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময়। সবই ছিল এ্যাডহক ভিত্তিতে। বাস্তবতা থেকে বহুদূরে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পা দিচ্ছি। এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ নেয়ার মতো শিক্ষানীতি পাব কী? সম্প্রতি ৫৪ জন সদস্য নিয়ে এক বিশাল জাতীয় শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়ন করার কথা। এদের রিপোর্ট কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ব্যাপারেই কাজ করছে। তবে ১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরত-ই-খুদার রিপোর্টকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করা অপরিহার্য। আর বিলম্ব নয়। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো নাগরিক তৈরি হবে এদেশে এই শিক্ষা কমিটির কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

পারভীন সুলতানা